সত্যবাদী কে? বিএনপি নাকি গণতন্ত্র মঞ্চ?

বর্তমান সরকারের পতনের এক দফা দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা বলছেন, বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া একদফার আন্দোলন চালিয়ে নিতে বলেছেন। অথচ বিএনপির মহাসচি এই দাবি প্রত্যাখান করেছেন। বলেছেন, খালেদা জিয়া কোনো নির্দেশনা দেননা। মির্জা ফখরুলের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি। দুই শরিক দলের মধ্যে পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে রীতিমত দ্বিধাদন্ধে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। তারা বলছেন- খালেদা জিয়ার ঘোষণা নিয়ে কেন সত্য বলছেন আর কে মিথ্যা বলছেন? এর উত্তর খুঁজছেন তারা।

গত মঙ্গলবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যান জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, ভাসানী অনুসারী পরিষদের আহ্বায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম বাবুল, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম।

খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ শেষে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না সাংবাদিকদের বলেন, ‘খালেদা জিয়া বলেছেন আপনারা যারা বাইরে আছেন তারা সবাই মিলে আন্দোলন করেন। আমি দেখতে চাই আপনার আন্দোলন করছেন, আন্দোলন করতে হবে। আমাদের এই আন্দোলনে ওনার সমর্থন আছে। আমাদের একজন নেতা বলেছেন সরকার একটা নির্বাচনের জাল বিছানোর চেষ্টা করছে। উনি বলেছেন, কোনো অবস্থায় এই সরকারের অধীনে নির্বাচনী ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।’

চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এখন দলীয় কোনও নির্দেশনা দেন না বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালে নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন। মির্জা ফখরুল বলেন, ‘খালেদা জিয়া আন্দোলনের কোনো নির্দেশনা দেন না। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আছেন,

স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে- সেভাবেই দলের সিদ্ধান্ত হয়। চেয়ারপারসন অসুস্থ। তিনি কোনো দলীয় নির্দেশনা দেন না। তাকে নিয়ে এসব কাজ করবেন না।’

এবিষয়ে জানতে চাইলে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, ‘আমি সেদিনই বলেছি, খালেদা জিয়া রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার পরিস্থিতিতে নেই। আমরা তার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কিছু কথা বলেছেন। বলেছেন, আন্দোলন বিশেষ কোন দলের না। দেশে যেনো আর কোনদিন এরকম পরিস্থিতি না আসে সেটার জন্য আন্দোলন।’বিএনপির মহাসচিব তাহলে খালেদা জিয়া কোন সিদ্ধান্ত দেন না বলে সাংবাদিকদের কাছে দাবি করলেন কেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘হয়তো ডে-টু-ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি নেই বলে একথা বলেছেন।’

বিশেষ সুবিধা ভোগের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে এক দফা আন্দোলন করলেও বিএনপি ও গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের মুখোশ জনগণের সামনে উন্মোচন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নূহ উল আলম লেনিন। তিনি বলেন, ‘ওদের সিদ্ধান্ত আসে লন্ডন থেকে। খালেদা জিয়া যদি বলে থাকেন যে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন নয়- তবে সেটা তিনি কতটুকু জেনে বলেছেন তা বিবেচনার বিষয়। কেননা তিনি ততটুকুই জানেন, যতটুকু তার নেতারা তাকে জানায়। একেক নেতা একেক জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দিয়ে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করছেন, তাদের নিজেদের মধ্যেকার দূরত্ব জনগণের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে ‘

গত ৯ই আগস্ট শারীরিক অসুস্থতার কারণে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বেগম খালেদা জিয়াকে। এরপর থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। ৭৮ বছর বয়সী বিএনপি নেত্রী লিভার সিরোসিস, আর্থাইটিস, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদযন্ত্রে জটিলতা, ফুসফুস, চোখ ও দাঁতের নানা সমস্যায় ভুগছেন। এছাড়া তার মেরুদণ্ড, ঘাড়, হাত ও হাঁটুতে বাতের সমস্যাসহ আরও কিছু শারীরিক জটিলতা রয়েছে।

দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত হয়ে খালেদা জিয়া ২০০৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদন্যতায় ২০২০ সালের ২৫ মার্চ তাকে সাময়িক মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর থেকে খালেদা জিয়া তার গুলশানের বাসায় অবস্থান করছেন। আর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

মুজিবনগরের বল্লবপুরে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বল্লবপুরে আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

শুক্রবার বিকেলে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও প্যানেল চেয়ারম্যান বাবুল মল্লিকের সার্বিক সহযোগীতায় বল্লভপুর গ্রামবাসির আয়োজনে এ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি থিউফিল মল্লিকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মারিও সুসিত মন্ডল গনা, সাধারণ সম্পাদক মাইকেল মন্ডল টুইস, বল্লভপুর মিশন হাসপাতালে এডমিন বিনিময় বিশ্বাস, ইয়ং বাংলা ফিচার লিডারের সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটু।

বক্তারা বলেন, সামনে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন, এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনাদের সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নকে তুলে ধরতে হবে এবং সাধারণ জনগণকে বোঝাতে হবে যে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে বলেই আমরা এত ভালো আছি । সারা বাংলাদেশের শহর থেকে শুরু করে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সরকার ব্যাপক উন্নয়ন করেছে রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট,ড্রেন নির্মাণ , মাঠের রাস্তা পাকা করন, সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন করে যাচ্ছে তাই এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং ভালো থাকতে হলে বর্তমান প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কে ক্ষমতায় আনতে হবে এবং নৌকার পক্ষে কাজ করতে হবে। নৌকায় ভোট দিয়ে আবারো জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনতে হবে সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন , ২নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি

ইউপি সদস্য সিবাস্তিন মল্লিক ঝড়ু, বীর মুক্তিযোদ্ধা ভিনসেন্ট মন্ডল, আওয়ামী লীগ নেতা লুক হরেন্দ্র বিশ্বাস রিঠু, সমর বিশ্বাস, বল্লভপুর সার্বিক যুব উন্নয়ন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান খানসহ ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীরা।

বর্ধিত সভায় সঞ্চালনায় ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা বিকাশ বিশ্বাস।

বাংলাদেশ আ.লীগ কোন মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ করেনি

‘৯৭ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিশ্চিত যাদের’ এমন চটকদার শিরোনামে বিভিন্ন অনলাইন পোর্টালে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসকল সংবাদ নিয়ে ভুয়া মনোনয়ন প্রাপ্তদের অনুসারীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনন্দন জানিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে এবং দলের মধ্যে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে।
এসকল সংবাদকে গুজব ও বিভ্রান্তিকর নিউজ উল্লেখ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এ নিয়ে প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে ইমেইলে নোটিশ করতে বলা হয়েছে।
পেজটিতে বলা হয়েছে:
গুজব ও বিভ্রান্তিকর নিউজ
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এধরণের কোন তালিকা প্রকাশ করেনি।
যারা বার বার এধরণের তালিকা বা মনোনয়ন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য অসৎ। এসব গুজব দেখলেই পেজে ইনবক্স করুন অথবা মেইল করুন info@albd.org এই ইমেইলে।

রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন দরকার

পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে বর্বর পাকিস্তানি হানাদাররা সুজলা- সুফলা-শ্যামল বাংলাকে আক্ষরিক অর্থেই শ্মশানে পরিণত করেছিল। ব্যাংকে টাকা নেই, ট্রেজারি খালি, সোনাদানা—সব কিছু লুট করে

নিয়ে গেছে পাকিস্তানের লুটেরা বাহিনী। আত্মসমর্পণের আগে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে ঘরবাড়ি, অফিস-আদালত, দোকানপাট, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট। সমুদ্রবন্দর, নৌবন্দর, রেললাইন—সবই ধ্বংস করে দিয়েছে হানাদার ও তাদের দোসররা।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্দেশে আলবদরের সদস্যরা রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সব টাকা রাস্তায় এনে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর মতো বন্ধুর বড়ই অভাব ছিল। সব মিলিয়ে দেশটির টিকে থাকা নিয়েই শঙ্কা ছিল। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো ও বড় পরাশক্তির ধারণা হয়েছিল যে সদ্যঃস্বাধীনতা পাওয়া বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক জনসন ও সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে ‘ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেট কেস’ বলে মন্তব্য করেছিলেন। ১৯৭২ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসে বাংলাদেশকে ‘ইন্টারন্যাশনাল বটমলেস বাস্কেট’ শিরোনামে অভিহিত করে সংবাদও ছাপা হয়ছিল। হেনরি কিসিঞ্জারের নেতৃত্বাধীন এক কমিটি মনে করেছিল, এটি হবে আন্তর্জাতিক এক তলাবিহীন ঝুড়ি। এখানে যতই সাহায্য ঢালা হোক না কেন, তা কোনো কাজেই লাগবে না।

দেশটিতে দ্রুতই দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেবে। ওই সময়ে সিআইএর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এত অল্প জায়গায় এত মানুষের বাস এবং এত দারিদ্র্যের কারণে দেশটি তার প্রতিবেশী ও বিশ্বের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হতে পারে। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারের কুখ্যাত উক্তি তলাবিহীন ঝুড়ির বাংলাদেশ আজ রূপ-মাধুর্য-ঐশ্বর্যে এতটাই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে যে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের নিত্যনতুন প্রস্তাব আসছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মন্ত্রীরা প্রতি মাসেই আসছেন। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘুরে গেলেন কয়েক দিন আগে।

জাপান সরকারের আমন্ত্রণে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি জাপান সফর করেছেন। জাপান-বাংলাদেশ সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারি উন্নীত হয়েছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় সফর করে গেলেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশকে এক পরিবারের সদস্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। কয়েকটি প্রভাবশালী দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা বাংলাদেশ সফরে আসার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। জি২০ ও ব্রিকসের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও উভয় সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনের ফাঁকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। ধনী রাষ্ট্রগুলোর গ্রুপ জি৭-এর আউটরিচ সম্মেলনেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

বিশ্বব্যাংক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশের উন্নয়নের গল্প শোনানোর জন্য। বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বসম্প্রদায়ের এই আকর্ষণের গোপন রহস্য বঙ্গজননীর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, বরং বাংলাদেশের প্রতি আকর্ষণের মূল রহস্য হলো ঈর্ষণীয় আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, অপার প্রাকৃতিক ও খনিজসম্পদের সম্ভাবনার হাতছানি, কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, বিরাট অভ্যন্তরীণ শ্রম ও বিপণন বাজার আর বিশাল কর্মক্ষম মানবসম্পদ। খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, কর্ণফুলী নদীর নিচে টানেল, স্যাটেলাইট, সাবমেরিন ও পরমাণু ক্লাবে যোগদান, ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের মতো মেগাপ্রজেক্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য এখন বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর কাছে রীতিমতো রহস্য। পুরো বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। প্রতিনিয়তই মিলছে তার স্বীকৃতি। খোদ জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক এখন বিভিন্ন সদস্য দেশকে দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশকে অনুসরণ করতে বলছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সরল স্বীকারোক্তি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেওয়ার মতো সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এর সব কিছুই সাক্ষ্য দিচ্ছে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে এক সমীহের নাম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি, অবকাঠামো, বহির্বিশ্বে রাষ্ট্রের অনন্য মর্যাদা—সব কিছুই বদলে গেছে। বদলায়নি আমাদের রাজনীতি। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরো নষ্ট, নোংরা, অশোভন হয়েছে। সরকারের সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক দলের মতবিরোধ হয়। সরকারকে চাপে রাখতে, দাবি আদায় করতে আন্দোলন-সংগ্রাম হয়। তার পরও প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ থাকে। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্পর্কে কিছুটা টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জি২০ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

সেলফি তুলেছেন এবং অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন। সেলফি ও অনানুষ্ঠানিক এই আলোচনার রাজনৈতিক তাৎপর্য কী? বাইডেনের স্বতঃস্ফূর্ততা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের কর্মক্ষেত্রের কথা জেনে তাঁর কাছ থেকে ভিজিটিং কার্ড চেয়ে নেওয়া, সর্বোপরি বাইডেনের শারীরিক ভাষা যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের মেরামত কিংবা মোড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত কি না সে বিষয়ে বিশ্লেষণে না গিয়েও এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে এটি এক অনন্য রাজনৈতিক শিষ্টাচারের উদাহরণ। বাইডেনের সেলফিকে কেন্দ্র করে সরকারি দলের কিছু নেতার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিরোধীদের বক্তব্য কতটা শোভন? বঙ্গবন্ধুকন্যা বৈশ্বিক নেতৃত্বের এমন এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছেন যে তাঁর সঙ্গে বাইডেনের সেলফি তোলা খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা।

জি২০ সম্মেলনের আরেকটি ছবিতে দেখা যায়, প্রভাবশালী রাষ্ট্রের নেতারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে মাঝখানে রেখে ছবি তোলার জন্য দাঁড়িয়েছেন। এই সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়া থেকে শুধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর বাসগৃহে মাত্র দুজন রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, আর অন্যজন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জি২০ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা যায়, একটি সোফায় বসে আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর পাশে খালি পায়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন ঋষি সুনাক। সেভাবেই তিনি বঙ্গবন্ধুকন্যার সঙ্গে কথা বলছেন। এটি একদিকে যেমন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিনয় ও সৌজন্যতার অপূর্ব নিদর্শন; অন্যদিকে বয়োজ্যেষ্ঠ ও যোগ্য নেতৃত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক অনবদ্য শোভন রাজনৈতিক শিষ্টাচার। সম্প্রতি সফর করে যাওয়া ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাখোঁর বিনয় ও রাজনৈতিক শিষ্টাচারও শিক্ষণীয়। একটি ভিডিওতে দেখা যায় ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফরাসি ভাষায় বক্তব্য শুরু করার আগে ফরাসি ভাষার ট্রান্সলেটর ইনস্ট্রুমেন্টটি নিজ হাতে বয়ে এনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দিচ্ছেন। একটি উন্নত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের এই আন্তরিক আচরণ একটি স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে উন্নীত হওয়ার অপেক্ষারত সরকারপ্রধানকে নয়, বরং একজন যোগ্য বৈশ্বিক নেতৃত্বকে সম্মান প্রদর্শনের এক শিষ্টাচারের উদাহরণ।

এর বিপরীতে বিএনপিসহ কয়েকটি দলের নেতারা বঙ্গবন্ধুকন্যার সব অবদানকে শুধু অস্বীকারই করেন না, বরং বিএনপি মিছিল-মিটিংয়ে বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে যেসব অসম্মানজনক স্লোগান দেয় তা অশোভন-অশ্লীল। বিএনপির মিছিলে একজন কিশোর কিংবা যুবক যখন জাতির জনককে অসম্মান করে স্লোগান দেয়, তখন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নোংরামি কতটা নিচে নেমে গেছে তা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেশ ও দেশের মানুষের জন্য আত্মত্যাগের এক মহৎ পারিবারিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। ১৯৭৪ সালের ১৪ এপ্রিল ভাসানী পল্টনে হুকুমতে রব্বানী পার্টির উদ্যোগে এক মহাসমাবেশের ডাক দেন। একটি মিছিল নিয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ঘেরাওয়ের জন্য বঙ্গভবনের দিকে যাত্রা শুরু করেন ভাসানী। খবর শুনে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান রাস্তায় চলে আসেন। মিছিল কাছে আসতেই বঙ্গবন্ধু মওলানা ভাসানীর পা ছুঁয়ে সালাম করেন। এ দৃশ্য দেখে হাজার হাজার মিছিলকারী জনতা হতভম্ব। বঙ্গবন্ধু হুজুরসহ (ভাসানী) কয়েকজন নেতাকে সম্মান দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে যান। বঙ্গবন্ধু নিজেই বয়োবৃদ্ধ হুজুর কে ধরে নিয়ে গেলেন। ভেতরে বসিয়ে মিষ্টিমুখ করালেন। সার্বিক পরিস্থিতি হুজুরের সামনে তুলে ধরলেন। হুজুর কিছু পরামর্শ দিয়ে বিদায় নিলেন। বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যাপক আনিসুর রহমান তাঁর Through Moments in History : Memoris of Two Decades of Intellectual and Social Life (1970-1990) আকরগ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে জাসদের সাধারণ সম্পাদক তাঁকে জাসদের এক জনসভায় বক্তব্য দেওয়ার অনুরোধ করেন। অধ্যাপক রহমান বলেন, তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হওয়ায় সমাবেশে যোগদানের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমোদন প্রয়োজন। অধ্যাপক রহমান লিখেছেন, জাসদের সমাবেশে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধুর অনুমতি চাইলে বঙ্গবন্ধু কিছুক্ষণ ভাবলেন। সামনের কাগজগুলোতে কিছু একটা আঁকাজোখা করলেন। তারপর বললেন, ‘You may…go. There are some good boys and girls in their party, no harm if they hear some good words from you on nation building.’

অধ্যাপক রহমান জাসদের সভায় যোগদান করেছিলেন। রাস্তায় যারা তাঁর রক্ত চাচ্ছে, তাদের সমাবেশে যোগদানের জন্য সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের একজন দায়িত্বশীল সদস্যকে অনুমতি দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। ত্যাগের দীক্ষায় মহিমান্বিত এবং প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা ও

সম্প্রীতির পূজনীয় এই রাজনীতি চর্চা করেছেন বঙ্গবন্ধু। সেই পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের রক্ত ও আদর্শের উত্তরসূরি বঙ্গবন্ধুকন্যার আচরণে তা পরিলক্ষিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। ফরাসি প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের মধ্যে তাই মাইক্রোফোনের উচ্চতা ঠিক করে দিতে ছুটে যান আমাদের প্রধানমন্ত্রী। জঙ্গিদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে গ্রেনেড মেরে হত্যা করার চেষ্টার পরও খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে কোকোর মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁকে সমবেদনা জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিএনপির সিনিয়র নেতারা সেই সময় খালেদা জিয়ার বাসায় উপস্থিত থাকলেও প্রধানমন্ত্রীকে বাসায় ঢুকতে দেওয়ার সৌজন্য প্রদর্শনও করেননি। বরং বাসায় ঢোকার পকেট গেটটিও সেদিন প্রধানমন্ত্রীর মুখের ওপর বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গেটের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসেন। এটি কোনো বিবেচনায়ই শিষ্টাচারের রাজনীতি নয়।

বঙ্গবন্ধুর মতো একটি দয়ার্দ্র হৃদয় পেয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। তাই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার সঙ্গে যে পরিবারের সম্পৃক্ততা, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু করতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলে যে খালেদা জিয়া হরতাল করেছেন, ২০০১ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার আটকে দিয়েছেন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার-অপমান করেন, বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত দিবসে কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করেছেন, সেই খালেদা জিয়াকে নির্বাহী বিবেচনায় জেল থেকে মুক্তি দিয়ে বাসায় বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। এটি সহনশীল রাজনৈতিক শিষ্টাচারের নজির।

এক পক্ষের চেষ্টায় রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও শিষ্টাচারের রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন হয় না। এ জন্য সব পক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে। হতাশার কথা হলো, সব বদলায়; আমাদের নষ্ট-নোংরা-অশোভন রাজনীতি বদলায় না। আমাদের যে অভাবনীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয়েছে তা টেকসই করতে হলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলাতেই হবে। রাজনীতিতে শিষ্টাচারের প্রচলন করতেই হবে।

লেখক : অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন এগিয়ে নিচ্ছেন শেখ হাসিনা

আজ ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয়, পাট উৎপাদনেও দ্বিতীয়। এছাড়া ধান ও সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় এবং আলু আম উৎপাদনে সপ্তম। ধান, গম ও ভুট্টা বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে এগোচ্ছে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও দুর্যোগ সহিষ্ণু শষ্যের জাত উদ্ভাবনেও শীর্ষে বাংলাদেশের নাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃষি-দর্শনের আলোয় হাঁটছেন শেখ হাসিনা ।

গল্পটা শুরু বঙ্গবন্ধুর হাতে
মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকেই সবুজ বিপ্লবের আহবান জানান বঙ্গবন্ধু। দিনটা ছিল ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে অনেকটা সামাজিক আন্দোলনের মত করে এই আহবান জানান তিনি। কৃষকদের সব বকেয়া খাজনার সুদ মাফ করে ভবিষ্যতে যে কোনো কৃষকের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফের ঘোষণা দেন।

রাষ্ট্রপতির ১৩৫ নম্বর আদেশের মাধ্যমে নদী কিংবা সাগরের মধ্যে জেগে ওঠা চরে, জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে দরিদ্র কৃষকদের দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একই সাথে খাস জমি প্রান্তিক অস্বচ্ছল কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের উদ্যোগ নেন। পাকিস্তান সরকারের সময় দায়ের করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি দেন। কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেন ‘বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক’।

আবার শুরু করতে হলো
বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ১৪ বছরের সামরিক শাসন এবং পাঁচ বছরের বিএনপি শাসনামলে কৃষি ব্যবস্থাপনা ছিল খুবই দুর্বল এবং বুলি সর্বস্ব প্রচার। এই খাত ভরে গিয়েছিল অপরিকল্পিত খাল খননের মত কিছু লোক দেখানো ছেলে খেলায়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় আসতে বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হলো ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত। প্রথমবার সরকার গঠন করলেন শেখ হাসিনা। দেখলেন, দেশে খাদ্য ঘাটতি ৪০ লাখ মেট্রিক টন। তিনি কাজ শুরু করলেন। প্রথমে কৃষিতে বাজেট বাড়ালেন। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরের বাজেটে শুধু কৃষি গবেষণার বরাদ্দ ছিল ১২ কোটি টাকা।

সরকার ক্ষমতায় আসার বছরেই কৃষিখাতে বাজেটের এই বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে ছিল ঐতিহাসিক। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে, অর্থাৎ সরকার গঠনের পরের বছরই কৃষিখাতের বাজেট উন্নীত হয় ১০০ কোটি টাকায়, যা সম্পূর্ণ ব্যয় করা হয় কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত আইসিটি খাতে।

আরেকটি কালো অধ্যায়
বিএনপি জামাত জোট সরকারের সময়ে ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত পুনরায় দেশের কৃষিতে ধস নেমে আসে। আওয়ামী লীগ সরকার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেখানে খাদ্য উদ্বৃত্ত রেখে যায়, সেখানে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় । যে কারণে আমদানি নির্ভরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রয়োজনীয় সরকারি কর্মসূচি ও সীমাহীন দুর্নীতির জন্য কৃষকরা বিপদে পড়েন।

বিদ্যুৎক্ষেত্রে বিএনপি-জামাতের সীমাহীন দুর্নীতির জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। এতে সেচ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা থেকে লাখ লাখ বস্তা সার লুট করে তা দ্বিগুণ দামে খোলা বাজারে বিক্রি করতো বিএনপি-জামাতের কর্মীরা। যেকারণে সারের তীব্র সংকট তৈরি হয়। সারাদেশে বিদ্যুৎ ও সারের অভাবে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন কৃষকরা। আন্দোলনরত কৃষক-শ্রমিকের ওপর পুলিশি নির্যাতন নেমে আসে। কোনো কোনো জায়গায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন কৃষক।

২০০৪ সালের ২৩ মার্চ যশোরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবিরাম লোডশেডিংয়ের কারণে কৃষক এবং পোল্ট্রি খামারিদের মধ্যে নাভিশ্বাস ওঠে। পোল্ট্রি ব্যবসা প্রায় লাটে ওঠে। গরমে খামারের বাচ্চা-বাচ্চা মুরগিগুলো মারা যেতে থাকে। লোডশেডিং ও লো- ভোল্টেজে তৃণমূলের শতশত সেচপাম্প বিকল হয়ে যায়।
২০০৬ সালের ৫ মার্চ খুলনার রূপসায় বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলনে নামে জনতা। এসময় জোট সন্ত্রাসীদের হামলায় কমপক্ষে ২০ জন আহত হন। ওই বছরই বিদ্যুৎ ও সার সংকটের প্রতিবাদে যশোর-মাগুরা ও যশোর-খুলনা সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করেন চাষিরা। নওগাঁয় বিদ্যুতের জন্য ৫ হাজারেরও বেশি কৃষক ঘেরাও করেন বিদ্যুৎ অফিস।

একই বছরে বিদ্যুতের দাবিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের কানসাটে আন্দোলনরত জনতার ওপর সরকারের পেটোয়া বাহিনীর অকস্মাৎ গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন সাতজন সাধারণ মানুষ। পাঁচ মাসের ওই আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারান ১৭ জন। আহত হন অন্তত ৬০০ মানুষ। এ ঘটনায় সারাদেশ ফুঁসে ওঠে।

২০০৮ থেকে কৃষিখাতের পুনর্জাগরণ
২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকার যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয় তখন দেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল ২৬ লাখ টন। প্রথম ক্যাবিনেট সভাতেই সারের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ৯০ টাকার ট্রিপল সুপার ফসফেটের দাম কেজি প্রতি ২২ টাকা ও ৭০ টাকার মিউরেট অব পটাসের দাম কেজি প্রতি ১৫ টাকায় নামিয়ে আনেন। ফলে সুষম সার ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভর্তুকি দেয়া, সেচ সুবিধা বাড়ানো, সার বিতরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাসহ নানামুখী পদক্ষেপ নেয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার।

এর পরপরই কৃষি গবেষণায় অগ্রাধিকার দেয় সরকার। যার ফলে প্রতিটি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ল্যাব উন্নয়নসহ নানামুখী গবেষণা পরিচালনা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল কৃষি তথা ‘ই-কৃষি’র প্রবর্তন করা হয়। এখন দেশে মোট ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি), কৃষি কল সেন্টার-১৬১২৩, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষি তথ্য বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে। ফলে দেশের প্রান্তিক কৃষকসমাজ সহজেই কৃষিখাতের আধুনিকায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারছেন।

শেখ হাসিনার সরকার কৃষককে মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ করে দেওয়ায় ১ কোটি ১ লাখ ১৯ হাজার ৫৪৮টি ব্যাংক হিসাব খোলা সম্ভব হয়েছে, যেখানে বর্তমান স্থিতি প্রায় ২৮২ কোটি টাকা। সরকার ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে প্রণোদনা চালু করেছে। অদ্যাবধি এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৮২৭ কোটি ১৭ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ৭৪ লাখ ৫৪ হাজার ৩১৩ কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

আলোর পথে বাংলাদেশ
২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ৮০০০ কোটি টাকা। করোনা সংকটের মুখে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে ৯৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বিএনপি আমলে যেখানে মোট ফসল উৎপাদন ছিল মাত্র ২ কোটি ৬১ লাখ টন। সেখানে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় আমলে ২০২২ সালে মোট ফসল উৎপাদন হয় ৯ কোটি ১৯ লাখ ১৮ হাজার ৮০০ টন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এখন সবার আগে দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছে কৃষি। কৃষকদের জীবনযাত্রার মানেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। লেখাপড়া শেষ করে বহু ছেলে মেয়ে কৃষিকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

কৃষিখাত হয়ে উঠছে দেশে কর্মসংস্থানের অন্যতম আশ্রয়।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

খালেদার অসুস্থতা ও আন্দোলন নিয়ে বিএনপির লুকোচুরি

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এতোটাই অসুস্থ যে মাসাধিকাল ধরে তিনি এভারকেয়ারে চিকিৎসাধীন আছেন। দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার সাথে সাক্ষাতে যান এবং প্রতিবারই ফিরে এসে এমন কাতর কণ্ঠে তার মুক্তি দাবি করেন। মঙ্গলবার রাতে যখন গণতন্ত্র মঞ্চের শীর্ষ নেতারা এভারকেয়ারে গেলেন তখন সাংবাদিকসহ বিএনপির নেতাকর্মীরাও উৎসুক ছিলেন।

সেই রাতে যখন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা হাসপাতালে অপেক্ষা করছিলেন খালেদা জিয়ার সাক্ষাতের। তখনই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবাই বলছিলেন- ‘আর বেশিক্ষণ না। অল্পক্ষণেই জানা যাবে আসলে কী পরিস্থিতি। কেনো নেতারা ছুটে গেছেন দেখা করতে।’ আশ্চর্যের বিষয়
– নেতারা বেরিয়ে এলে বিভ্রান্তি কমবে ভাবছিলেন যারা, কিন্তু নেতাদের বক্তব্য শুনে তারা তারচেয়েও বেশি বিভ্র্রান্তিতে পড়েছেন। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে- বাংলাদেশের সাবেক একজন প্রধানমন্ত্রী তাকে নিয়ে আসলে কী ঘটে চলেছে। এই বয়সে যতগুলো জটিল সমস্যা নিয়ে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন, তার নেতাকর্মীরা কি আদৌ সহমর্মী? নাকি রাজনীতিতে তাকে এই মুহূর্তে ব্যবহারের কথা ভেবেই তারা হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার দিনগত রাত ১০টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান নেতারা। খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বেরিয়ে হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারা। এ সময় নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না সাংবাদিকদের বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত অসুস্থ। রাজনৈতিক কথা বলার মতো অবস্থায় নাই। আমরা কথা বলেছি, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে। তাকে জানিয়েছি, আমরা এক দফার আন্দোলন করছি। সামনের মাসে আন্দোলন জোরদার করব।’

মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, “তিনি (খালেদা জিয়া) বলেছেন, ‘আপনারা যারা বাইরে আছেন, তারা সবাই মিলে আন্দোলন করেন। আমি দেখতে চাই, আপনারা আন্দোলন করছেন, আন্দোলন করতে হবে।’ আমাদের এই আন্দোলনে তাঁর সমর্থন আছে। তিনি (খালেদা জিয়া) বলেছেন, কোনো অবস্থায় এই সরকারের অধীনে নির্বাচনি ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।”

লক্ষ্য করুন মাহমুদুর রহমান মান্না বলছেন, ‘রাজনৈতিক কথা বলার মতো অবস্থায়’ নেই। তাহলে? তারপরে তিনি বলছেন, খালেদা জিয়া ‘আন্দোলন চালিয়ে যেতে বলেছেন’, খালেদা জিয়া নির্বাচনের ফাঁদে পা না দিতে বলেছেন’। এই পরের কথাগুলো মাহমুদুর রহমান মান্নার কাছে অরাজনৈতিক কথা? এগুলো খালেদা জিয়া সত্যিই বলেছেন তো? বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বারবার বলছেন, উনি ‘খুব অসুস্থ’। হাসপাতালে খুব অসুস্থ মানুষ খালেদা জিয়ার বরাত দিয়ে সেদির রাতে হাসপাতালের বাইরে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম বলেন, ‘তিনি (খালেদা জিয়া) বলেছেন, দেশকে বাঁচাতে হলে এই আন্দোলনটা করতে হবে, দেশকে রক্ষা করতে এই আন্দোলনে বিজয়ী হতে হবে।’

এদিন হাসপাতালে খালেদা জিয়াকে দেখতে যাওয়া গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের মধ্যে ছিলেন- জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, ভাসানী অনুসারী পরিষদের আহ্বায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম বাবুল ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন সমন্বয়ক এডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম। তাদের প্রত্যেকের কথায় ছিলো ‘খালেদা জিয়া আন্দোলন চালিয়ে যেতে বলেছেন’।

গত ৯ আগস্ট শারীরিক অসুস্থতার কারণে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বেগম খালেদা জিয়াকে। এরপর থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। ৭৯ বছর বয়সী সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী লিভার সিরোসিস, আর্থাইটিস, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদযন্ত্রে জটিলতা, ফুসফুস, চোখ ও দাঁতের নানান সমস্যায় ভুগছেন। এছাড়া তার মেরুদণ্ড, ঘাড়, হাত ও হাঁটুতে বাতের সমস্যাসহ আরও কিছু শারীরিক জটিলতা রয়েছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খালেদা জিয়ার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে এভার কেয়ার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য দিতে চায় না। গণমাধ্যমকে নিয়মিত তথ্য জানান খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ। মঙ্গলবার যে নেতারা রাতে

হাসপাতালে সাক্ষাত করেছেন এবং গণমাধ্যমে কথা বলেছেন তাদের বক্তব্য উৎসুক মানুষের মনে বিভ্রান্তি কমাতে পারেনি, বরং বেড়েছে।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে আফরোজা পারভীনের পথসভা উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে পথসভা উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নে ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি ইউপি সদস্য সাবিয়া খাতুন এর আয়োজনে এই নির্বাচনী উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি আফরোজা পারভীন।

এ সময় তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা বিশ্বব্যাংককে চ্যালেঞ্জ করে নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে বাংলাদেশের সক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বিশ্বে বাংলাদেশ আজ রোল মডেল। দেশকে উন্নয়নের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছাতে আগামী দিনেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প নেই।

আগামী সংসদ নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনার সরকারকে আবারো ক্ষমতায় আনতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। গণসংযোগের সময় সরকারের উন্নয়ন কাজের চিত্র তুলে ধরে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা

যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুর যুব মহিলা লীগের উদ্যোগে উঠান বৈঠক

সরকারের সাফল্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌছে দিতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মেহেরপুরে যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিকেলে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মাঠ প্রাঙ্গণে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর পৌর যুব মহিলা লীগের সভাপতি রোকসানা কামাল রুনুর সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, মেহেরপুর যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. রুতশোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজীব। উঠান বৈঠকে যুব মহিলা লীগের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে সরকারের উন্নয়নের কর্মকান্ড তুলে ধরতে হাশেম রেজার পথসভা

চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকার নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি জাতীয দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক হাশেম রেজা বলেছেন জাতীর জনক ববঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসুরি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে যে উন্নয়ন সহযোগিতা করেছেন এবং যেসব জনমানব উন্নয়ন মুলক কাজ করে বিশ্ববাসিকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সে কারনেই এ দেশের আমজনতা পাফাটা মানুষ ফের শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে বাংলার মসনদে বসাবে ইনসাল্লাহ।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দীয় উপ কমিটির ত্রান ও সমাজকল্ল্যান বিষয়ক সদস্য হাশেম রেজা আজ বুধবার দর্শনা থানার রাঙিয়ারপোতা গ্রামের স্কুলপাড়ার এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলার মানুষের কল্যানের জন্য যে কত দফায় ভাতা প্রদান করেছেন তা যেন একটি বিশ্ব রেকর্ড।যে মানুষটি প্রতিনিয়ত বাংলার জনগনের জন্য চিন্তা চেতনায় বিভোর হয়ে থাকে,দেশ উন্নয়নে বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছেন,বিশ্বকে অবাক করে চ্যালেন্জকরে পদ্মাসেতুরমত ব্রীজ নির্মান করেছেন,যা সহজ ব্যাপার নয়।

ঐদিন পথসভায় বেগমপুর ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ও রাঙিয়ারপোতা গ্রামের কৃতি সন্তান মোঃ ওবায়দুর রহমানের সভপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন। আমি আপনাদের সন্তান আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য নৌকা মার্কায় ভোট ভিক্ষা ভোট প্রার্থনা করছি,এবং আমি কথা দিচ্ছি চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাকেই নৌকা প্রতিক দিবেন তার সাথে থেকে অবশ্যই নৌকাকে জিতিয়ে নিয়ে যাবোই যাব। এ সময় আওয়ামীলীগ

নেতা সরফরাজ, শরিফ উদ্দিন,বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম,কলেজ ছাত্রলীগ নেতা নাসির উদ্দিন ও সাদ্দাম হোসেন বক্তব্যে রাখেন।

চুয়াডাঙ্গায় নৌকার পক্ষে যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গায় নৌকার পক্ষে যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার বড় গাংনী ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও ইউপি সদস্য ফেরদৌসী মেম্বারের আয়োজনে উঠান বৈঠক ও নৌকার পক্ষে গণসংযোগ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি একমাত্র মহিলা নেত্রী আফরোজা পারভীন।

এ সময় তিনি গণসংযোগের সময় সরকারের উন্নয়ন কাজের চিত্র তুলে ধরে লিফলেট বিতরণ করেন এবং তিনি বলেন আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। বাংলাদেশে চলমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে নাকি জঙ্গিবাদ তালেবানদের হাতে যাবে সেটি নির্ধারণ হবে এ নির্বাচনে।

এ সময় তিনি আরও বলেন, যদি মাটি ও পতাকাকে ভালোবাসেন তাহলে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবারো ক্ষমতায় আনতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং

ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।